কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি

চতুর্থ শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْقُرْاٰنُ الْمَجِيْدُ وَالتَّجْوِيْدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

রচনা ও সংকলন

মাওলানা মোহাম্মদ ইসরাইল হুসাইন

ড. মাওলানা হুসাইন মাহমুদ ফারুক

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ শেখ

সম্পাদনা

আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশ** গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর পঠন শিক্ষা, বিশুদ্ধ তেলাওয়াত এবং এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে **কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি এবং পবিত্র কুরআন শরিফ থেকে উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত **আল-কুরআনুল করীম** -এর অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক	অধ্যায় / পাঠ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	১ম অধ্যায়	নাজেরা পঠন	১
২	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত	১
৩	২য় পাঠ	সুরাতুল মুজ্জাম্মিল	২
৪	৩য় পাঠ	সুরাতুল মুদ্দাছছির	৫
৫	৪র্থ পাঠ	সুরাতুল কিয়ামাহ	৮
৬	৫ম পাঠ	সুরাতুদ দাহর	১১
৭	৬ষ্ঠ পাঠ	সুরাতুল মুরসালাত	১৪
৮	৭ম পাঠ	সুরাতুন নাবা	১৭
৯	৮ম পাঠ	সুরাতুন নাজিয়াত	১৯
১০	৯ম পাঠ	সুরাতু আবাসা	২২
১১	১০ম পাঠ	সুরাতুত তাকভির	২৫
১২	১১শ পাঠ	সুরাতুল ইনফিতার	২৭
১৩	১২শ পাঠ	সুরাতুল মুতাফফিফিন	২৮
১৪	১৩শ পাঠ	সুরাতুল ইনশিকাক	৩১
১৫	১৪শ পাঠ	কুরআন মাজিদ পরিচিতি	৩৩
১৬	২য় অধ্যায়	হিফজ্ ও লেখা	৩৬
১৭	১ম পাঠ	**কুরআন মাজিদ হিফজ করা এবং লেখার গুরুত্ব ও ফজিলত**	৩৬
১৮	২য় পাঠ	সুরাতুয যিলযাল	৩৮
১৯	৩য় পাঠ	সুরাতুল আদিয়াত	৩৯
২০	৪র্থ পাঠ	সুরাতুল কারিয়াহ	৪০
২১	৫ম পাঠ	সুরাতুত তাকাছুর	৪১
২২	৬ষ্ঠ পাঠ	সুরাতুল আসর	৪১
২৩	৭ম পাঠ	সুরাতুল হুমাজাহ	৪২
২৪	৩য় অধ্যায়	তাজভিদ	৪৭
২৫	১ম পাঠ	ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব ও ফজিলত	৪৭
২৬	২য় পাঠ	মাখরাজ	৪৮
২৭	৩য় পাঠ	মাদ্দ	৪৯
২৮	৪র্থ পাঠ	নুন সাকিন ও তানভিন	৫০
২৯	৫ম পাঠ	মিম সাকিন	৫৩
৩০	৬ষ্ঠ পাঠ	ওয়াজিব গুন্নাহ	৫৪
৩১	৭ম পাঠ	রা (ر) হরফ পড়ার বিবরণ	৫৪
৩২	৮ম পাঠ	الله শব্দের লাম (ل) পড়ার বিবরণ	৫৫
৩৩		নমুনা প্রশ্ন	৫৯
৩৪		শিক্ষক নির্দেশিকা	৬০

১ম অধ্যায়

নাজেরা পঠন

শিক্ষক নির্দেশিকা:
শিক্ষক মহোদয় এ অধ্যায় পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বানান না করেই দেখে দেখে সহিহভাবে কুরআন মাজিদ পড়তে পারে সেদিকে নজর রাখবেন। প্রতিদিন অল্প অল্প করে সহিহভাবে দেখে পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তাঁর সাথে পড়তে বলবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআন মাজিদ শেষ নবি ও রাসুল হজরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর অবতারিত আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী। মানবজাতিকে সুপথে পরিচালিত করার জন্যই এর অবতারণা। এ কুরআন মোতাবেক জীবন চালাতে হলে একে বুঝতে হবে। আর একে বুঝতে হলে তেলাওয়াত করতে হবে। তাই কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম।

মহানবি (ﷺ) এর যে চারটি কর্মপন্থার কথা কুরআন মাজিদের এক আয়াতে আলোচিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমটি হলো কুরআন তেলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ তিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন।

অপর এক আয়াতে নবি করিম (ﷺ) কে নিজের উপর নাজিলকৃত অহি তেলাওয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন- اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ কিতাব থেকে আপনার নিকট যা অহি করা হয়েছে, আপনি তা তেলাওয়াত করুন।

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে মহানবি (ﷺ) বলেন–

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয় (বুখারি)।

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে–

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَّلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَّلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ)

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে একটি হরফ পড়বে, সে তার বিনিময়ে একটি নেকি লাভ করবে এবং একটি নেকিকে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আমি বলি না الم একটি হরফ। বরং ا একটি হরফ, ل একটি হরফ এবং م একটি হরফ।

আমাদের উচিত বেশি বেশি কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা।

২য় পাঠ

সুরাতুল মুজ্জাম্মিল (৭৩), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -২০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ [لا] ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا [لا] ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗۤ اَوِ
انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا [لا] ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا
[ط] ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ
هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا [ط] ﴿٦﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا
طَوِيْلًا [ط] ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا [ط] ﴿٨﴾

২০২৪

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿٩﴾
وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾
وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾ اِنَّ
لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا [لا] ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا
اَلِيْمًا [ق] ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ
كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا [ه/١] شَاهِدًا
عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا [ط] ﴿١٥﴾ فَعَصٰى
فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ
تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا نِ [ق/٦] ﴿١٧﴾
السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ [ط] كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾ اِنَّ هٰذِهٖ
تَذْكِرَةٌ [ج] فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا [ع] ﴿١٩﴾ اِنَّ رَبَّكَ

يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ
مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ [ط] وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ [ط] عَلِمَ اَنْ لَّنْ
تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ [ط]
عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى [لا] وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى
الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ [لا] وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ [زے] فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [لا] وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا [ط] وَمَا تُقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا
[ط] وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ [ط] اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [ع] ﴿٢٠﴾

২০২৪

৩য় পাঠ

সুরাতুল মুদ্দাছ্ছির (৭৪), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -৫৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ [لا] ﴿١﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ [ص/ۖ] ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ [ص/ۖ]
﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [ص/ۖ] ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ [ص/ۖ] ﴿٥﴾ وَلَا
تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ [ص/ۖ] ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ [ط] ﴿٧﴾ فَاِذَا نُقِرَ
فِي النَّاقُوْرِ [لا] ﴿٨﴾ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ [لا] ﴿٩﴾ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا [لا]
﴿١١﴾ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا [لا] ﴿﴾ وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا [لا]
﴿١٣﴾ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا [لا] ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ [ق/ۖ]
﴿١٥﴾ كَلَّا [ط] اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا [ط] ﴿١٦﴾ سَاُرْهِقُهٗ
صَعُوْدًا [ط] ﴿١٧﴾ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ [لا] ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ

[لا] ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ [لا] ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ [لا] ﴿٢١﴾

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ [لا] ﴿٢٢﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ [لا] ﴿٢٣﴾

فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ [لا] ﴿٢٤﴾ اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ

الْبَشَرِ [ط] ﴿٢٥﴾ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ

[ط] ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ [ج] ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ [ج ٧]

﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ [ط] ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ

النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً [ص] وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ

كَفَرُوْا [لا] لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْآ اِيْمَانًا وَّ لَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ [لا]

وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ

بِهٰذَا مَثَلًا [ط] كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ

২০২৪

[ط] وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ [ط] وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ

[ع] ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ [لا] ﴿٣٢﴾ وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ [لا] ﴿٣٣﴾

وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ [لا] ﴿٣٤﴾ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ [لا] ﴿٣٥﴾

نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ [لا] ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ

يَتَاَخَّرَ [ط] ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ [لا] ﴿٣٨﴾ اِلَّآ

اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ [ط ۚ] ﴿٣٩﴾ فِيْ جَنّٰتٍ [قف/ۛ] يَتَسَآءَلُوْنَ [لا]

﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ [لا] ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ [لا] ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ

الْمِسْكِيْنَ [لا] ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ [لا] ﴿٤٥﴾

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ [لا] ﴿٤٦﴾ حَتّٰٓى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ [ط]

﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ [ط] ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ

التَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِيۡنَ [لا] ﴿٤٩﴾ كَاَنَّهُمۡ حُمُرٌ مُّسۡتَنۡفِرَةٌ [لا]

﴿٥٠﴾ فَرَّتۡ مِنۡ قَسۡوَرَةٍ [ط] ﴿٥١﴾ بَلۡ يُرِيۡدُ كُلُّ امۡرِئٍ مِّنۡهُمۡ

اَنۡ يُّؤۡتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً [لا] ﴿٥٢﴾ كَلَّا [ط] بَلۡ لَّا يَخَافُوۡنَ الۡاٰخِرَةَ

[ط] ﴿٥٣﴾ كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذۡكِرَةٌ [ج] ﴿٥٤﴾ فَمَنۡ شَآءَ ذَكَرَهٗ [ط] ﴿٥٥﴾

وَمَا يَذۡكُرُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ [ط] هُوَ اَهۡلُ التَّقۡوٰى وَاَهۡلُ

الۡمَغۡفِرَةِ [ع] ﴿٥٦﴾

৪র্থ পাঠ

সুরাতুল কিয়ামাহ (৭৫), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -৪০

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

لَاۤ اُقۡسِمُ بِيَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ [لا] ﴿١﴾ وَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالنَّفۡسِ اللَّوَّامَةِ [ط]

﴿٢﴾ اَيَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَلَّنۡ نَّجۡمَعَ عِظَامَهٗ [ط] ﴿٣﴾ بَلٰى قٰدِرِيۡنَ

عَلٰۤى اَنۡ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ﴿٤﴾ بَلۡ يُرِيۡدُ الۡاِنۡسَانُ لِيَفۡجُرَ اَمَامَهٗ [ج]

﴿٥﴾ يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ [ط] ﴿٦﴾ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ [لا]

﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ [لا] ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ [لا] ﴿٩﴾

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ [ج] ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ [ط]

﴿١١﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ [ط] ﴿١٢﴾ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ

يَوْمَئِذٍ ۢ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ [ط] ﴿١٣﴾ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ

بَصِيْرَةٌ [ط] ﴿١٤﴾ وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ [ط] ﴿١٥﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ

لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ [ط] ﴿١٦﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ [ج]

﴿١٧﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ [ج] ﴿١٨﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ [ط]

﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ [لا] ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ [ط]

﴿٢١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ [لا] ﴿٢٢﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [ج] ﴿٢٣﴾

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ ۢ بَاسِرَةٌ [لا] ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ [ط]

﴿٢٥﴾ كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ [لا] ﴿٢٦﴾ وَقِيْلَ مَنْ [سكتة] رَاقٍ [لا] ﴿٢٧﴾

وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ [لا] ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ [لا] ﴿٢٩﴾

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ [ط/ع] ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى [لا]

﴿٣١﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى [لا] ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى

[ط] ﴿٣٣﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى [لا] ﴿٣٤﴾ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى [ط] ﴿٣٥﴾

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى [ط] ﴿٣٦﴾ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً

مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى [لا] ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى [لا]

﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى [ط] ﴿٣٩﴾ اَلَيْسَ

ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِـۦَ الْمَوْتٰى [ع] ﴿٤٠﴾

৫ম পাঠ

সুরাতুদ দাহর (৭৬), মদিনায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -৩১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا
مَّذْكُوْرًا ﴿١﴾ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ [ق/ صلے]
نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٢﴾ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ
اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ﴿٣﴾ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا قف
وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ﴿٤﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ
مِزَاجُهَا كَافُوْرًا [ج] ﴿٥﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ
يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٦﴾ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ
شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ
يَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ﴿٨﴾ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ

جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ﴿٩﴾ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا

قَمْطَرِيْرًا ﴿١٠﴾ فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً

وَّسُرُوْرًا [ج] ﴿١١﴾ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا [لا]

﴿١٢﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ [ج] لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا

وَّ لَا زَمْهَرِيْرًا [ج] ﴿١٣﴾ وَّدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ

قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ

اَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ [لا] ﴿١٥﴾ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا

تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا

[ج] ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوْفُ

عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ [ج] اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا

مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا

﴿٢٠﴾ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ [ز] وَحُلُّوْٓا

اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ [ج] وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾ اِنَّ
هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّ كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا [ع] ﴿٢٢﴾ اِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا [ج] ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ
رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا [ج] ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ
رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا [ج/] ﴿٢٥﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ
لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ
وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ
اَسْرَهُمْ [ج] وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾ اِنَّ هٰذِهٖ
تَذْكِرَةٌ [ج] فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا
تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ [ط] اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا [ق]
﴿٣٠﴾ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ [ط] وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا [ع] ﴿٣١﴾

৬ষ্ঠ পাঠ

সুরাতুল মুরসালাত (৭৭), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -৫০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا [لا] ﴿١﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا [لا] ﴿٢﴾
وَالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا [لا] ﴿٣﴾ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا [لا] ﴿٤﴾ فَالْمُلْقِيٰتِ
ذِكْرًا [لا] ﴿٥﴾ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا [لا] ﴿٦﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ [لا]
﴿٧﴾ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ [لا] ﴿٨﴾ وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ [لا]
﴿٩﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ [لا] ﴿١٠﴾ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ [ط]
﴿١١﴾ لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ [ط] ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ [ج] ﴿١٣﴾
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ [ط] ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ
﴿١٥﴾ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ [ط] ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ
﴿١٧﴾ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

২০২৪

لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾ اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ [لا] ﴿٢٠﴾
فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ [لا] ﴿٢١﴾ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ [لا] ﴿٢٢﴾
فَقَدَرْنَا [قلے] فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ
﴿٢٤﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا [لا]
﴿٢٦﴾ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ وَّ اَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا
[ط] ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْطَلِقُوْآ اِلٰى مَا
كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ [ج] ﴿٢٩﴾ اِنْطَلِقُوْآ اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ
[لا] ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ [ط] ﴿٣١﴾ اِنَّهَا تَرْمِىْ
بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ [ج] ﴿٣٢﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ [ط] ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ [لا] ﴿٣٥﴾
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

﴿٣٧﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ
كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ
﴿٤٠﴾ ع اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ ﴿٤١﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا
يَشْتَهُوْنَ ؕ ﴿٤٢﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا ۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
﴿٤٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ
﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا
لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَبِاَيِّ
حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ع ﴿٥٠﴾

১০ম পাঠ

সুরাতুত তাকভির (৮১), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ [صلے] ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ [صلے]
﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ [صلے] ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ [صلے
] ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ [صلے] ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ
سُجِّرَتْ [صلے] ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ [صلے] ﴿٧﴾ وَإِذَا
الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ [صلے] ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ [ج] ﴿٩﴾ وَإِذَا
الصُّحُفُ نُشِرَتْ [صلے] ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ [صلے]
﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ [صلے] ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
[صلے] ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ [ج] ﴿١٤﴾ فَلَآ أُقْسِمُ

بِالْخُنَّسِ [لا] ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ [لا] ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ اِذَا
عَسْعَسَ [لا] ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ [لا] ﴿١٨﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ
رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ [لا] ﴿١٩﴾ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ
[لا] ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ [ط] ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ
بِمَجْنُوْنٍ [ج] ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ [ج] ﴿٢٣﴾ وَمَا
هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ [ج] ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ
رَّجِيْمٍ [لا] ﴿٢٥﴾ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ [ط] ﴿٢٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعٰلَمِيْنَ [لا] ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ [ط]
﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ [ع] ﴿٢٩﴾

১১শ পাঠ

সুরাতুল ইনফিতার (৮২), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ [لا] ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ [لا] ﴿٢﴾
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ [لا] ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ [لا] ﴿٤﴾
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ [ط] ﴿٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا
غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ [لا] ﴿٦﴾ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ
[لا] ﴿٧﴾ فِىْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ [ط] ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ
بِالدِّيْنِ [لا] ﴿٩﴾ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ [لا] ﴿١٠﴾ كِرَامًا
كَاتِبِيْنَ [لا] ﴿١١﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ
نَعِيْمٍ [لا] ﴿١٣﴾ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ [لا] ﴿١٤﴾ يَّصْلَوْنَهَا

يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ [ط] ﴿١٦﴾ وَمَآ
اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ [لا] ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ
[ط] ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا [ط] وَالْاَمْرُ
يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ [ع] ﴿١٩﴾

১২শ পাঠ

সুরাতুল মুতাফফিফিন (৮৩), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -৩৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ [لا] ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُوْنَ [زـ] ﴿٢﴾ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ [ط]
﴿٣﴾ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ [لا] ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ
[لا] ﴿٥﴾ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [ط] ﴿٦﴾ كَلَّآ اِنَّ

كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ [ط] ﴿٧﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ [ط]
﴿٨﴾ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ [ط] ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ [لا] ﴿١٠﴾
الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ [ط] ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ
مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ [لا] ﴿١٢﴾ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ
الْاَوَّلِيْنَ [ط] ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ [سكتة] رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ [ط]
﴿١٥﴾ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ [ط] ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا
الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ [ط] ﴿١٧﴾ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ
عِلِّيِّيْنَ [ط] ﴿١٨﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ [ط] ﴿١٩﴾ كِتٰبٌ
مَّرْقُوْمٌ [لا] ﴿٢٠﴾ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ [ط] ﴿٢١﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ
لَفِىْ نَعِيْمٍ [لا] ﴿٢٢﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ [لا] ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ

فِيۡ وُجُوۡهِهِمۡ نَضۡرَةَ النَّعِيۡمِ [ج] ﴿٢٤﴾ يُسۡقَوۡنَ مِنۡ رَّحِيۡقٍ
مَّخۡتُوۡمٍ [لا] ﴿٢٥﴾ خِتٰمُهٗ مِسۡكٌ [ط] وَفِيۡ ذٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ
الۡمُتَنَافِسُوۡنَ [ط] ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهٗ مِنۡ تَسۡنِيۡمٍ [لا] ﴿٢٧﴾
عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا الۡمُقَرَّبُوۡنَ [ط] ﴿٢٨﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا
كَانُوۡا مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يَضۡحَكُوۡنَ [ز] ﴿٢٩﴾ وَاِذَا مَرُّوۡا بِهِمۡ
يَتَغَامَزُوۡنَ [ز] ﴿٣٠﴾ وَاِذَا انۡقَلَبُوۡۤا اِلٰۤى اَهۡلِهِمُ انۡقَلَبُوۡا
فَكِهِيۡنَ [ز] ﴿٣١﴾ وَاِذَا رَاَوۡهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَضَآلُّوۡنَ [لا]
﴿٣٢﴾ وَمَاۤ اُرۡسِلُوۡا عَلَيۡهِمۡ حٰفِظِيۡنَ [ط] ﴿٣٣﴾ فَالۡيَوۡمَ الَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡا مِنَ الۡكُفَّارِ يَضۡحَكُوۡنَ [لا] ﴿٣٤﴾ عَلَى الۡاَرَآئِكِ [لا]
يَنۡظُرُوۡنَ [ط] ﴿٣٥﴾ هَلۡ ثُوِّبَ الۡكُفَّارُ مَا كَانُوۡا يَفۡعَلُوۡنَ [ع] ﴿٣٦﴾

১৩শ পাঠ

সুরাতুল ইনশিকাক (৮৪), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -২৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ [لا] ﴿١﴾ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ [لا] ﴿٢﴾

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ [لا] ﴿٣﴾ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ [لا]

﴿٤﴾ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ [ط] ﴿٥﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ

كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ [ج] ﴿٦﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ

كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ [ج] ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا

[لا] ﴿٨﴾ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا [ط] ﴿٩﴾ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ

كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ [لا] ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُوْرًا [لا] ﴿١١﴾

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا [ط] ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِىْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا [لا]

২০২৪

﴿١٣﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ [ج/ ۚ] ﴿١٤﴾ بَلٰٓى [ج/ ۚ] اِنَّ رَبَّهٗ

كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا [ط] ﴿١٥﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ [لا] ﴿١٦﴾

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ [لا] ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ [لا] ﴿١٨﴾

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ [ط] ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ [لا]

﴿٢٠﴾ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ [السجدة/ط]

﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ [ز/ ۖ] ﴿٢٢﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

بِمَا يُوْعُوْنَ [ز/ ۖ] ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ [لا] ﴿٢٤﴾

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ

[ع] ﴿٢٥﴾

১৪শ পাঠ

কুরআন মাজিদ পরিচিতি

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এটি অবতীর্ণ হয় শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। কুরআন মাজিদের প্রতিটি আয়াতই আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী। এ মহাগ্রন্থটি মানবজাতির জীবনবিধান।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার বাণী, যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। লাওহে মাহফুজ হতে সর্বপ্রথম সমগ্র কুরআন মাজিদ দুনিয়ার আসমানে অবস্থিত বাইতুল ইজ্জতে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ফেরেশতা হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রমজান মাসের কদরের রাতে এই আসমানি গ্রন্থখানি নাজিল হয়। কুরআন মাজিদ প্রথম যখন নাজিল হয় তখন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল ৪০ বছর। তিনি তখন মক্কা নগরীর অদূরে জাবালে নুর এর হেরা গুহায় মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন।

মানবজাতির প্রয়োজনে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে এই আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম আল কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সাহাবিগণের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে কুরআনের আয়াতগুলো মুখস্থ করার এবং কিছু সংখ্যককে তা লিখে রাখার দায়িত্ব দেন। যারা আল কুরআন মুখস্থ করেন তারা হলেন হাফেজ। যারা লেখার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাদেরকে বলা হয় কাতেবে অহি। মোট ৪০ জন কাতেবে অহি এ দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মাজিদকে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। তাঁর নির্দেশে হজরত যায়েদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে সংকলনের কাজটি সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মাজিদ এক রীতিতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। তিনি কুরাইশি রীতি অনুযায়ী কুরআন মাজিদের সাতটি কপি প্রস্তুত করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেন এবং সকলকে উক্ত রীতি মোতাবেক কুরআন তেলাওয়াত করার আদেশ করেন। এজন্য হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'জামেউল কুরআন' বলা হয়। কুরআন মাজিদে হরকত ও নুকতা সংযোজন করেন হজরত আবুল আসওয়াদ আদদোয়াইলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। মূলত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে তিনি এ কাজটি করেছিলেন। সর্বপ্রথম ১৬৯৪ সালে জার্মানির হামবুর্গ শহরে কুরআন মাজিদ ছাপা হয়।

অনুশীলনী

১। এককথায় উত্তর দাও :

ক. কুরআন মাজিদ কী ?

খ. কুরআন মাজিদ কোন ফেরেশতার মাধ্যমে নাজিল হয় ?

গ. কত বছর ধরে কুরআন মাজিদ নাজিল হয় ?

ঘ. সর্বপ্রথম কোথায় কুরআন মাজিদ নাজিল হয় ?

ঙ. কাতেবে অহির সংখ্যা কত জন ?

চ. জামেউল কুরআন কাকে বলা হয় ?

ছ. কুরআন মাজিদ প্রথম কোথায় ছাপা হয় ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. কুরআন মাজিদ ....এর উপর নাজিল হয়েছে।

খ. কুরআন মাজিদ মোট ......বছর ধরে নাজিল হয়েছে ।

গ. মহানবি (ﷺ) .... ভাবে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেন ।

ঘ. কুরআন লেখকদেরকে .... বলা হয় ।

ঙ. গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলনের মূল দায়িত্ব পালন করেন ....।

চ. .... কে জামেউল কুরআন বলা হয় ।

৩। সঠিক উত্তরটি লেখ :

ক. কুরআন কার উপর নাজিল হয়েছে ?

মুসা (عَلَيْهِ السَّلَامُ)/ ইসা (عَلَيْهِ السَّلَامُ)/ মুহাম্মাদ (ﷺ)

খ. কার মাধ্যমে কুরআন নাজিল হয় ?

জিবরাইল (عَلَيْهِ السَّلَامُ)/ মিকাইল (عَلَيْهِ السَّلَامُ)/ আজরাইল (عَلَيْهِ السَّلَامُ)

গ. কুরআনে হরকত দেওয়া হয় কার নির্দেশে?

হজরত উমর (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)/ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ / আব্দুল্লাহ

ঘ. জামেউল কুরআন কাকে বলা হয়?

হজরত আবু বকর (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)/ হজরত উমর (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)/ হজরত উসমান (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

ঙ. সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনকারী সাহাবির নাম কী?

হজরত আবু বকর (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)/ হজরত উসমান (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)/ হজরত উমর (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

চ. কুরআন লেখক সাহাবিদের উপাধি কী?

কাতেবে অহি/ হাফেজ/ মুফাসসির।

৪। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল কর :

ক্রমিক নং	বাম	ডান
১	কুরআন মাজিদ	২৩ বছর ধরে
২	যে কষ্ট করে কুরআন পড়ে	৩০টি নেকি হবে
৩	الم পড়লে	তার দ্বিগুণ সোয়াব
৪	কুরআন মাজিদ নাজিল হয়	আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী

৫। রচনামুলক প্রশ্ন :

ক. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

খ. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত বর্ণনা কর।

গ. কুরআন মাজিদের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

ঘ. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত সম্পর্কে একটি হাদিস আরবিতে লেখ।

ঙ. الم পাঠ করলে কতটি নেকি লাভ হবে? ব্যাখ্যা কর।

২য় অধ্যায়

হিফজ ও লেখা

শিক্ষক নির্দেশিকা ঃ

ক. শিক্ষক মহোদয় প্রতিদিন অল্প অল্প করে শুদ্ধ উচ্চারণসহ শিক্ষার্থীদের সুরাগুলো মুখস্থ করাবেন। প্রতিদিন পাঠ শুনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ মুখস্থ করার ব্যাপারে তাগিদ সৃষ্টি করবেন। একটি সুরা শেষ হলে সেটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে সকলের কাছ থেকে শোনা নিশ্চিত করবেন।

খ. শিক্ষক মহোদয় প্রতিদিন একটি করে আয়াত বোর্ডে লিখে ছাত্রদের তা অনুসরণ করে লিখতে বলবেন এবং বাড়ি থেকে আয়াতটি কয়েকবার লিখে আনতে বলবেন। এভাবে সুরাটি শেষ হলে পূর্ণাঙ্গ সুরা একবারে লিখতে বলবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদ হিফজ করা এবং লেখার গুরুত্ব ও ফজিলত

ক. হিফজ করার গুরুত্ব ও ফজিলত :

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মানবজাতির জন্য সর্বশেষ আসমানি কিতাব। তাই কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়ার জন্য তা তেলাওয়াত ও অনুধাবন করা জরুরি। তেলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআন মাজিদের পূর্ণ বা আংশিক মুখস্থ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, প্রয়োজন মতো কুরআন মুখস্থ করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজে আইন। অবশ্য পূর্ণ কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা ফরজে কেফায়া।

কুরআন মাজিদ নাজিলের পরে মহানবি (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে তা লিখে রাখার পাশাপাশি মুখস্থ করারও নির্দেশ দিতেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম অধীর আগ্রহ নিয়ে কুরআন মাজিদ মুখস্থ করতেন।

কেননা, প্রবাদ আছে যে, اَلْعِلْمُ فِي الصُّدُوْرِ لَا فِي السُّطُوْرِ অর্থাৎ, এলেম হলো যা বক্ষে থাকে, যা ছত্রে থাকে তা প্রকৃত এলেম নয়।

তাই কুরআন মাজিদ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ করার দিকটা আমাদের প্রাধান্য দেয়া উচিত। কেননা, সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। আর কুরআন মাজিদ মুখস্থ

পড়া ছাড়া সালাত আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ সালাত আদায়ের সময় কুরআন মাজিদ দেখে পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যায়। কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত প্রসঙ্গে এক হাদিসে আছে- إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ (رواه الدارمي عن أبي أمامة رض)

যে অন্তর কুরআন মাজিদ মুখস্থ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে শাস্তি দিবেন না।

হযরত আলি (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে অতঃপর তা মুখস্থ করে তার পরিবারের এমন দশ জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করা হবে, যাদের উপর জাহান্নাম অবধারিত হয়েছিল। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৬৭)

তাই আমাদের উচিৎ, কুরআন মাজিদ থেকে নিয়মিত সাধ্য অনুযায়ী মুখস্থ করা।

খ. লেখার গুরুত্ব:

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। তাই পাঠ মুখস্থ করার সাথে সাথে তা লেখার গুরুত্ব অপরিসীম। বলা হয়- اَلْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ لَهُ قَيْدٌ অর্থাৎ জ্ঞান হলো শিকার সাদৃশ আর তা লেখে রাখা হলো তাকে বন্দি করার নামান্তর।

লেখার গুরুত্ব থাকার কারণেই মহানবি (صلى الله عليه وسلم) কুরআন মাজিদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুখস্থ করে রাখার পাশাপাশি লিখে রাখার উপর জোর তাগিদ দেন এবং কাতেবে অহি দ্বারা কুরআন মাজিদ লিখে রাখার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) এবং হযরত উসমান (رضي الله عنه) এর আমলে কুরআন মাজিদ লেখার বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোন এক সাহাবির শোনা বিষয় ভুলে যাওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে নবি করিম সা. তাকে বলেন, তুমি তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও অর্থাৎ লিখে রাখ। হাতের লেখা সুন্দর করা এবং মুখস্থ করা বিষয় দীর্ঘসময় ধরে মনে রাখার জন্য লেখার বিকল্প নাই। তাই কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা ও হাতে লিখে শেখার জন্য নিম্নের সুরাগুলো প্রদত্ত হলো।

২য় পাঠ

সুরাতুয যিলযাল (৯৯), মদিনায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -০৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا [لا] ﴿١﴾ وَاَخْرَجَتِ
الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا [لا] ﴿٢﴾ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا [ج]
﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا [لا] ﴿٤﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى
لَهَا [ط] ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا [ه/ۙ] لِّيُرَوْا
اَعْمَالَهُمْ [ط] ﴿٦﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ
[لا] ﴿٧﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ [ع] ﴿٨﴾

৩য় পাঠ

সুরাতুল আদিয়াত (১০০), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا [لا] ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا [لا] ﴿٢﴾

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا [لا] ﴿٣﴾ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا [لا] ﴿٤﴾

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا [لا] ﴿٥﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ [ج]

﴿٦﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ [ج] ﴿٧﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ

لَشَدِيْدٌ [ط] ﴿٨﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ [لا]

﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ [لا] ﴿١٠﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ

يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ [ع] ﴿١١﴾

২০২৪

৪র্থ পাঠ

সুরাতুল কারিয়াহ (১০১), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ [لا] ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ [ج] ﴿٢﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا
الْقَارِعَةُ [ط] ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوْثِ [لا] ﴿٤﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ
[ط] ﴿٥﴾ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ [لا] ﴿٦﴾ فَهُوَ فِيْ
عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ [ط] ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ [لا]
﴿٨﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ [ط] ﴿٩﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ [ط]
﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ [ع] ﴿١١﴾

৫ম পাঠ

সুরাতুত তাকাছুর (১০২), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -০৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡهٰكُمُ التَّكَاثُرُ [لا] ﴿١﴾ حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ [ط] ﴿٢﴾ كَلَّا

سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ [لا] ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ [ط] ﴿٤﴾

كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡيَقِيۡنِ [ط] ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الۡجَحِيۡمَ [لا]

﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ الۡيَقِيۡنِ [لا] ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسۡئَلُنَّ

يَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِيۡمِ [ع] ﴿٨﴾

৬ষ্ঠ পাঠ

সুরাতুল আসর (১০৩), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -০৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَالۡعَصۡرِ [لا] ﴿١﴾ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِىۡ خُسۡرٍ [لا] ﴿٢﴾

২০২৪

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا

بِالْحَقِّ [ه/لا] وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [ع] ﴿٣﴾

৭ম পাঠ

সুরাতুল হুমাযাহ (১০৪), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -০৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۣ [لا] ﴿١﴾ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ

[لا] ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ [ج] ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ

فِى الْحُطَمَةِ [ز/ك] ﴿٤﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ [ط] ﴿٥﴾ نَارُ

اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ [لا] ﴿٦﴾ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ [ط] ﴿٧﴾

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ [لا] ﴿٨﴾ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ [ع] ﴿٩﴾

অনুশীলনী

১। এককথায়/ একবাক্যে উত্তর দাও :

ক) প্রকৃত ইলেম কোথায় থাকে ?

খ) প্রয়োজন মতো কুরআন মুখস্থ করার হুকুম কী?

গ) সালাতে কুরআন মাজিদ দেখে পড়লে কী হয় ?

ঘ) কুরআন পাঠকারী কত জনের ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবে ?

ঙ) মহানবি (ﷺ) জনৈক সাহাবিকে কোন হাতের সাহায্য নিতে বলেছেন ?

চ) সুরাতুয যিলযালের আয়াত সংখ্যা কত ?

ছ) সুরাতুল আদিয়াত কোথায় অবতীর্ণ হয় ?

জ) সুরাতুল কারিয়ায় কতটি আয়াত রয়েছে ?

ঝ) সুরাতুত তাকাসুর কোথায় নাজিল হয়েছে ?

ঞ) সুরাতুল আসরের আয়াত সংখ্যা কত ?

ট) সুরাতুল হুমাযাহ কোথায় নাজিল হয়েছে ?

ঠ) জ্ঞানকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দিবেন না.................... মুখস্থকারীর অন্তরকে।

খ) وَاَخْرَجَتِ............اَثْقَالَهَا

গ) بِاَنَّ رَبَّكَ..........لَهَا

ঘ) فَهُوَ فِيْ........رَّاضِيَةٍ

ঙ) ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ..........النَّعِيْمِ

চ) اِنَّ الْاِنْسَانَ.......لَكَنُوْدٌ

ছ) الَّتِيْ تَطَّلِعُ..........الْاَفْـِٕدَةِ

জ)……. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ

ঝ) সুরাতুল আসরের আয়াত সংখ্যা………….টি।

ঞ) সুরাতুল হুমাযাহ নাজিল হয়……….. ।

৩। সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ :

ক) সুরাতুয যিলযাল কুরআনের কত নং সুরা ? ৯৯/ ১০০/ ১০১

খ) সুরাতুয যিলযাল কত আয়াত বিশিষ্ট ? ০৮/০৯/১০

গ) সুরাতুল আদিয়াতে কতটি রুকু আছে ? ০১টি/ ০২টি/ ০৩টি।

ঘ) সুরাতুল কারিয়াহ কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে ? মক্কায়/ মদিনায়/ সিরিয়ায়।

ঙ) কোন সুরাটি ০৮ আয়াত বিশিষ্ট? আসর/ তাকাসুর/ হুমাযাহ।

৪। নিচের আয়াতগুলোতে হরকত প্রদান কর :

ا) اذا زلزلت الارض زلزالها [لا] واخرجت الارض اثقالها [لا] وقال الانسان مالها [ج]

ب) ان الانسان لربه لكنود [ج] وانه على ذلك لشهيد [ج] وانه لحب الخير لشديد [ط]

ج) يوم يكون الناس كالفراش المبثوث [لا] وتكون الجبال كالعهن المنفوش [ط]

د) لترون الجحيم [لا] ثم لترونها عين اليقين [لا] ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم [ع]

ه) والعصر [لا] ان الانسان لفي خسر [لا] الا الذين اٰمنوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر [ع]

৫। ডান পাশের আয়াতের অংশের সাথে বাম পাশের আয়াতের অংশ মিল কর:

বাম	ডান	ক্রমিক নং
اَخْبَارَهَا	اِذَا زُلْزِلَتِ	1
لَكَنُوْدٌ	فَهُوَ فِيْ	2
اَخْلَدَهٗ	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ	3
فِي الصُّدُوْرِ	فَاُمُّهٗ	4
الْمُوْقَدَةُ	اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ	5
الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا	يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ	6
كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ	وَحُصِّلَ مَا	7
تَعْلَمُوْنَ	نَارُ اللّٰهِ	8
عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ	9
هَاوِيَةٌ	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ	10

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক) সুরাতুয যিলযালের প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লিখ।

খ) সুরাতুল আদিয়াতের প্রথম ছয় আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লিখ।

গ) সুরাতুল কারিয়ার ৬ নম্বর থেকে ১১ নম্বর আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লিখ।

ঘ) সুরাতুল আসর হরকতসহ মুখস্থ লিখ।

ঙ) সুরাতুয যিলযালের শেষ তিন আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লিখ।

চ) সুরাতুত তাকাছুরের প্রথম চার আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লিখ।

ছ) সুরাতুল হুমাযার ৬ নম্বর থেকে ৯ নম্বর আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লিখ।

জ) কুরআন মাজিদ লেখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঝ) কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা কর।

ঞ) সুরাতুয যিলযাল সহিহভাবে মুখস্থ বল।

ট) সুরাতুল আদিয়াত সহিহভাবে মুখস্থ বল ।

ঠ) সুরাতুল কারিয়াহ সহিহভাবে মুখস্থ বল ।

ড) সুরাতুত তাকাছুর সহিহভাবে মুখস্থ বল ।

ঢ) সুরাতুল আসর সহিহভাবে মুখস্থ বল ।

ণ) সুরাতুল হুমাযাহ সহিহভাবে মুখস্থ বল।

৩য় অধ্যায়

তাজভিদ

শিক্ষক নির্দেশিকা ঃ
শিক্ষক মহোদয় তাজভিদের কায়দাগুলো পড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা এসব কায়দা প্রয়োগ করে সহিহ উচ্চারণ করতে পারে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। বোর্ডে বেশি বেশি উদাহরণ দিয়ে প্রতিটি কায়দা চর্চা করাবেন।

১ম পাঠ

ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব ও ফজিলত

তাজভিদ (تجويد) অর্থ সুন্দর করা। যে নিয়ম-কানুন মেনে কুরআন তেলাওয়াত করলে কুরআন মাজিদের পঠন সুন্দর ও সহিহ হয় তাকে ইলমে তাজভিদ বলে। তাজভিদ শিক্ষা করা সকলের জন্য অপরিহার্য।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম। এতে মানবজীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই কুরআন মাজিদ পাঠ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তবে তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করা আবশ্যক। কেননা অশুদ্ধ তেলাওয়াত করলে বড় গোনাহ হয়। যেমন: হাদিস শরিফে এসেছে-

رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ (كذا في احياء علوم الدين عن انس رض)

কুরআনের অনেক পাঠক রয়েছে, কুরআন যাদেরকে অভিশাপ দেয়। অর্থাৎ, যারা সহিহভাবে তেলাওয়াত করে না, কুরআন তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

সহিহভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা আল্লাহর নির্দেশ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيلًا- (سورة المزمل)

আপনি তারতিল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করুন।

বিশুদ্ধভাবে ধীরে ধীরে পাঠ করাকে তারতিল বলা হয়। তাই তাজভিদ অনুযায়ী সহিহভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা সকলের কর্তব্য।

২য় পাঠ

মাখরাজ

মাখরাজ (مخرج) শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো উচ্চারণের স্থান, বের হওয়ার জায়গা। ইলমে তাজভিদের পরিভাষায়– আরবি হরফসমূহ যে সকল স্থান থেকে বের হয় বা উচ্চারিত হয়, ঐ সকল স্থানকে মাখরাজ বলা হয়।

আরবি হরফ মোট ২৯টি। এ ২৯টি হরফের জন্য ১৭টি মাখরাজ রয়েছে। কোনো মাখরাজ হতে একটি হরফ, কোনো মাখরাজ হতে দুটি হরফ, আবার কোনো মাখরাজ হতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। মাখরাজ জানার পদ্ধতি হলো, যে হরফের মাখরাজ জানা দরকার সে হরফের পূর্বে একটি হরকত বিশিষ্ট হামজা (اَ) ব্যবহার করতে হয় এবং উক্ত হরফে জযম (^ / ـْ) দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন: اَتْ اَثْ–اَكْ–اَضْ

যে স্থানে স্বর শেষ হবে, সেটাই সে হরফের মাখরাজ। নিম্নে মাখরাজগুলো তুলে ধরা হলো–

১ নম্বর মাখরাজ : কণ্ঠনালীর শুরু হতে ء – ه উচ্চারিত হয়।

২ নম্বর মাখরাজ : কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ হতে ع – ح উচ্চারিত হয়।

৩ নম্বর মাখরাজ : কণ্ঠনালীর শেষভাগ হতে غ – خ উচ্চারিত হয়।

৪ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে ق উচ্চারিত হয়।

৫ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগের স্থান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে ك উচ্চারিত হয়।

৬ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার মধ্যভাগ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে ج – ش - ي উচ্চারিত হয়।

৭ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সাথে লেগে ض উচ্চারিত হয়।

৮ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লেগে ل উচ্চারিত হয়।

৯ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে ن উচ্চারিত হয়।

১০ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার মাথার উল্টো দিক তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে ر উচ্চারিত হয়।

১১ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লেগে ت - د - ط উচ্চারিত হয়।

১২ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে ص-س-ز উচ্চারিত হয়।

১৩ নম্বর মাখরাজ : জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে ث-ذ-ظ উচ্চারিত হয়।

১৪ নম্বর মাখরাজ : নিচের ঠোঁটের পেট উপরের দাঁতের মাথার সাথে লেগে ف উচ্চারিত হয়।

১৫ নম্বর মাখরাজ : দুঠোঁটের মাঝখান হতে ب - م - و উচ্চারিত হয়।

১৬ নম্বর মাখরাজ : মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের তিনটি হরফ ا - و - ي উচ্চারিত হয়। যেমন: بَا- بُو- بِي

১৭ নম্বর মাখরাজ : নাকের বাঁশি হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যেমন: اَنَّ–اِنَّ–اُنَّ

৩য় পাঠ

মাদ্দ

মাদ্দ (مَدٌّ) অর্থ- টেনে পড়া, দীর্ঘ করা। কোন হরফের হরকতকে দীর্ঘ করে টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে।

মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা :

১.আলিফ (ا) যখন খালি থাকে এবং ডানে যবর থাকে। যেমন : بَا

২. ওয়াও (و) যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানে পেশ থাকে। যেমন : بُوْ

৩. ইয়া (ي) যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানে যের থাকে। যেমন : بِيْ

মাদ্দ ১০ প্রকার। এখানে শুধু চার প্রকার মাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। বাকি প্রকারগুলো পরবর্তী শ্রেণিতে আলোচনা করা হবে।

১. **মাদ্দে আসলি (مد أصلي):** যবরযুক্ত হরফের পর খালি আলিফ, পেশযুক্ত হরফের পর সাকিনযুক্ত ওয়াও এবং যেরযুক্ত হরফের পর সাকিনযুক্ত ইয়া হলে উক্ত হরফ এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। একে মাদ্দে তবায়ি বা মাদ্দে জাতিও বলে। যেমন : نُوْحِيْهَا

২. **মাদ্দে মুত্তাসিল (مد متصل):** মাদ্দের হরফের পরে একই শব্দে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বলে। ইহা চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন : سَآءَ - جَآءَ

৩. **মাদ্দে মুনফাসিল (مد منفصل):** মাদ্দের হরফের পরে ২য় শব্দের প্রথমে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বলে। ইহা তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন : لَآ أَعْبُدُ - وَمَآ أُنْزِلَ

৪. **মাদ্দে আরেজি (مد عارضي) :** মাদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে তাকে মাদ্দে আরেজি বলে। এমতাবস্থায় ডান দিকের হরফকে তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন : رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - يَرْجِعُوْنَ

৪র্থ পাঠ
নুন সাকিন ও তানভিন

নুন (ن) -এর উপর সাকিন হলে তাকে নুন সাকিন (نُوْن سَاكِن) এবং দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে তানভিন (تَنْوِيْن) বলে।

নুন সাকিন (نْ) তার পূর্বের হরফের সাথে মিলে একত্রে উচ্চারিত হয়। পৃথকভাবে একাকি উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন : নুন সাকিন (نْ) হামযার সাথে মিলে আন (اَنْ) হয়েছে। অনুরূপ তানভিন কোনো হরফের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। এজন্য তাকে কোনো হরফের সাথে যুক্ত করতে হয়, তখন তানভিনে একটি গুপ্ত নুন উচ্চারিত হয়। যেমন :
اً - اٍ - اٌ

এখানে নুন গুপ্ত রয়েছে। যার প্রকৃত রূপ হলো اَنْ اِنْ اُنْ

নুন সাকিন ও তানভিন পাঠ করার নিয়ম চারটি। যথা :

১. ইযহার (اِظْهَار)

২. ইকলাব (اِقْلَاب)

৩. ইদগাম (اِدْغَام)

৪. ইখফা (اِخْفَاء)

নিম্নে এ প্রকারগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো–

১. **ইযহার (اِظْهَار) :** এর শাব্দিক অর্থ- স্পষ্ট করে পাঠ করা। আর পরিভাষায়- নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হরফে হলকি তথা কণ্ঠনালি হতে উচ্চারিত (ء ه ع ح غ خ) এ ছয়টির কোনো একটি আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে তার নিজ মাখরাজ থেকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট উচ্চারণ করাকে ইযহার বলে। যেমন :

عَذَابٌ اَلِيْمٌ – مِنْ خَوْفٍ - مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ - مِنْ اَجَلٍ - فَلَا تَنْهَرْ - كُلَّمَا رُزِقُوْا

مِنْهَا - لِمَنْ حَمِدَهٗ - وَانْحَرْ - مِنْ خَيْرٍ - اَنْعَمْتَ - وَلِاَنْعَامِكُمْ - مِنْ غِلٍّ -

طَيْرًا اَبَابِيْلَ - كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ

২. **ইকলাব (اِقْلَاب) :** এর শাব্দিক অর্থ- পরিবর্তন করা। আর পরিভাষায়- নুন সাকিন ও তানভিনের পরে বা (ب) হরফ আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করাকে ইকলাব বলে। এস্থলে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পাঠ করতে হয়।

যেমন :

سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ - مِنْۢ بَعْدِ - مِنْۢ بَاْسٍ - مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ - مَنْۢ بَخِلَ

৩. **ইদগাম (اِدْغَام)** : এর শাব্দিক অর্থ- মিলিত করা। আর পরিভাষায়- কোনো শব্দের শেষ ভাগে নুন সাকিন বা তানভিন আসলে এবং তার পরবর্তী শব্দের প্রথম হরফটি يَرْمَلُوْنَ তথা ي - ر - م - ل - و - ن এই ছয়টি হরফের যে কোনো একটি হরফ আসলে সে নুন সাকিন ও তানভিনকে উক্ত হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন :

مَنْ يَّفْعَلْ - مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ - كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ - سُلْطَانًا نَّصِيْرًا - مِنْ رَّحْمَةٍ - مِنْ رَّحِيْمٍ - مِنْ لَّدُنْكَ - عَزِيْزٌ رَّحِيْمٌ - وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ -

এক্ষেত্রে ن – و – م – ي হলে গুন্নাহসহ এবং ر ও ل হলে গুন্নাহ ব্যতীত মিলিয়ে পড়তে হয়। ১ম পদ্ধতিকে ইদগাম বিল গুন্নাহ এবং ২য় পদ্ধতিকে ইদগাম বিলা গুন্নাহ বলে।

৪. **ইখফা (اِخْفَاء)** : এর শাব্দিক অর্থ - গোপন করা। আর পরিভাষায়- নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ইখফার হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানভিনকে গুন্নাহর সাথে গোপন করে পাঠ করাকে ইখফা বলে।

ইখফার হরফ ১৫টি। যথা :

ت – ث – ج – د – ذ – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ف – ق – ك

উদাহরণ :

عَيْنٌ جَارِيَةٌ - صَفًّا صَفًّا - قَوْمًا ضَالِّيْنَ - كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ - وَكَاْسًا دِهَاقًا - يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ - نَفْسًا زَكِيًّا - اَمْرٍ سَلَامٌ - سَبْعًا شِدَادًا - ظِلًّا ظَلِيْلًا - عُمْيٌ فَهُمْ - رِزْقًا قَالُوْا - ظُلْمًا كَثِيْرًا -

৫ম পাঠ

মিম সাকিন

মিম (م) হরফের উপর জযম বা সাকিন হলে তাকে মিম সাকিন বলে। মিম সাকিন পাঠ করার নিয়ম তিনটি। যথা :

১. ইযহার (اِظْهَار)   ২. ইদগাম (اِدْغَام)   ৩. ইখফা (اِخْفَاء)

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. ইযহার (اِظْهَار) :

মিম সাকিনের পরে "বা" (ب) এবং "মিম" (م) ব্যতীত বাকি ২৭ হরফের কোন একটি হরফ আসলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্ট করে পাঠ করাকে ইযহার বলে। যেমন : اَلَمْ تَرَ - اَلْحَمْدُ

২. ইদগাম (اِدْغَام) :

মিম সাকিনের পরে অপর একটি হরকতযুক্ত "মিম" (م) হলে উক্ত মিম সাকিনকে পরবর্তী মিমের সাথে মিলিয়ে গুন্নাহসহ পাঠ করাকে ইদগাম বলে।

যেমন : اَمْ مَّنْ خَلَقَ -فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

৩. ইখফা (اِخْفَاء) :

মিম সাকিনের পরে "বা" (ب) হরফ হলে ঐ মিম সাকিনকে গুন্নাহসহ পড়াকে ইখফা বলে। উচ্চারণকালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে কিঞ্চিৎ গুন্নাহ লোপ পায় এবং এক আলিফ হতে দেড় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে ইখফায়ে শাফাভি বলে।

যেমন : وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ– تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

৬ষ্ঠ পাঠ
ওয়াজিব গুন্নাহ

ওয়াজিব গুন্নাহ : হরকতের বামে অবস্থিত নুন ও মিম অক্ষরে তাশদিদ যুক্ত হলে উক্ত নুন ও মিম কে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়।

ওয়াজিব গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ হয়। ওয়াজিব গুন্নাহ যথানিয়মে আদায় করা অত্যাবশ্যক। ওয়াজিব গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করা না হলে তেলাওয়াত সহিহ হবে না। ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব গুন্নাহ পরিহার করা উচিত নয়। যেমন- مِمَّ - جَنَّةٌ - إِنَّ - لَهُنَّ - فِي النَّارِ

৭ম পাঠ
ر (রা) হরফ পড়ার বিবরণ

ر (রা) অক্ষরকে দু'নিয়মে পড়তে হয়। যথা : পোর ও বারিক।

ক) ر হরফ পাঁচ অবস্থায় পোর তথা মোটা করে পড়তে হয়।

(১) ر হরফে পেশ বা যবর থাকলে। যেমন- اَلرَّحِيْمُ - رُبَمَا

(২) ر হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ হলে। যেমন- بَرْدًا - زُرْتُمُ

(৩) ر হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে আরেজি যের হলে। আরেজি যের মূলত যের নয়, বরং সাকিন হরফকে মিলিয়ে পড়ার জন্য আসে। যেমন-
اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

(৪) ر হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে যের ও পরের হরফ হুরুফে মুস্তালিয়ার কোনো একটি হলে। হুরুফে মুস্তালিয়া ৭টি। যথা : ص - ض - ط - ظ - غ - خ - ق
যেমন - مِرْصَادٌ - قِرْطَاسٌ

(৫) ওয়াকফের দরুন ر হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বে ي ছাড়া অন্য হরফ সাকিন বিশিষ্ট হলে এবং সাকিন বিশিষ্ট হরফের ডান দিকের হরফে যবর বা পেশ থাকলে। যেমন-
مِنْ كُلِّ اَمْرٍ - لَفِيْ خُسْرٍ

খ) ر হরফ চার অবস্থায় বারিক তথা পাতলা করে পড়তে হয়। যথা-

(১) ر হরফে যের হলে। যেমন اَلْقَارِعَةُ - قَرِيْبٌ

(২) ر হরফে সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে আসলি তথা মৌলিক যের হলে। যেমন- فَذَكِّرْ - فَاصْبِرْ

(৩) ওয়াকফ করার সময় ر হরফের ডানে ي সাকিন হলে ও ي সাকিনের পূর্বের হরফে যবর হলে। যেমন- خَيْرٌ - صَيْرٌ

(৪) ওয়াকফ করার সময় ر হরফের ডানে ي ছাড়া অন্য হরফে সাকিন হলে ও সাকিন বিশিষ্ট হরফের ডানে যের হলে। যেমন- وَلَا بِكْرٌ - لِذِيْ حِجْرٍ

৮ম পাঠ

الله (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম) পড়ার বিবরণ

الله (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম) দুই নিয়মে পড়তে হয়। পোর ও বারিক।

ক. পোর পড়ার নিয়ম :

الله শব্দের লামের পূর্বের অক্ষরে যদি যবর বা পেশ থাকে, তাহলে আল্লাহ শব্দের লামকে পোর তথা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন- اَللّٰهُ الصَّمَدُ—نَصَرَكُمُ اللّٰهُ

খ) বারিক পড়ার নিয়ম :

الله শব্দের লামের পূর্বের অক্ষরে যদি যের থাকে, তাহলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারিক তথা পাতলা করে পড়তে হয়। যেমন- لِلّٰهِ—اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

অনুশীলনী

১। এককথায় উত্তর দাও :

ক. তাজভিদ অর্থ কী ?
খ. তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করার হুকুম কী ?
গ. কুরআন মাজিদ ভুল পাঠ করলে কী হয় ?
ঘ. মাখরাজ অর্থ কী ?
ঙ. মাখরাজ মোট কয়টি ?
চ. কণ্ঠনালীর শুরু হতে কী কী অক্ষর উচ্চারিত হয় ?
ছ. গুন্নাহ কোথা থেকে উচ্চারিত হয় ?
জ. মাদ্দ অর্থ কী ?
ঝ. মাদ্দের হরফ কয়টি ও কী কী ?
ঞ. মাদ্দে আসলি কয় আলিফ টানতে হয় ?
ট. মাদ্দে আরেজি কয় আলিফ টান ত হয় ?
ঠ. মাদ্দে মুনফাসিল কয় আলিফ টানতে হয় ?
ড. মাদ্দে মুত্তাসিল কয় আলিফ টানতে হয় ?
ঢ. তানভিন কাকে বলে ?
ড. নুন সাকিন ও তানভিনের কায়দা কয়টি ও কী কী ?
ণ. ইজহার অর্থ কী ?
ত. ইকলাবের হরফটি কী ?
থ. ইদগাম কত প্রকার ?
দ. ইখফার হরফ কয়টি ?
ধ. মিম সাকিনের কায়দা কয়টি ও কী কী ?
ন. কোন কোন হরফে তাশদিদ হলে গুন্নাহ করা ওয়াজিব হয় ?
প. “রা” হরফকে কত অবস্থায় পোর পড়তে হয় ?
ফ. “রা” হরফকে কত অবস্থায় বারিক পড়তে হয় ?
ব. আল্লাহ শব্দের লামকে কখন মোটা করে পড়তে হয় ?
ভ. আল্লাহ শব্দের লামকে কখন বারিক করে পড়তে হয় ?

২। সঠিক উত্তরটি লেখ :

ক. তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পড়ার হুকুম কী ? ফরজ /ওয়াজিব/ সুন্নাত

খ. আরবি হরফের মাখরাজ মোট কয়টি ? ১৯টি / ১৭টি / ১৬টি

গ. দুই ঠোঁটের মাঝখান হতে উচ্চারিত হয় কোন হরফটি ? ح / ء / ب

ঘ. মাদ্দে মুত্তাসিল টানতে হয় কত আলিফ ? এক/ তিন/ চার

ঙ. নুন সাকিন ও তানভিনের কায়দা মোট কয়টি ? তিন/ চার / পাঁচ

চ. ইদগাম কত প্রকার ? ২/ ৩/ ৪

ছ. ইখফার হরফ কোনটি ? ي / ب / ت

জ. নুনের উপর তাশদিদ হলে কী করতে হয় ? গুন্নাহ/ পোর/ বারিক

ঝ. "রা" হরফে পেশ হলে তা কিভাবে উচ্চারিত হয়? মোটা / পাতলা / মাঝামাঝি

ঞ. আল্লাহ শব্দের পূর্বে যের থাকলে তার লাম হরফ কিভাবে উচ্চারিত হয়? মোটা/পাতলা/ গুন্নাহ।

৩। শূন্যস্থান পুরণ কর :

ক. তাজভিদ মানে ....।

খ. অশুদ্ধ পাঠকারীকে কুরআন .... দেয়।

গ. .... অর্থ বের হওয়ার স্থান ।

ঘ. মুখের খালি স্থান থেকে উচ্চারিত হয় .... হরফ।

ঙ. মাদ্দে আসলির অপর নাম মাদ্দে ....।

চ. দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে .... বলে।

ছ. ينفقون শব্দটি .... এর উদাহরণ।

জ. মিম সাকিনের পরে মিম আসলে .... করতে হয় ।

ঝ. "রা" হরফে যবর থাকলে ...... করে পড়তে হয় ।

ঞ. "রা" হরফে যের থাকলে .... করে পড়তে হয়।

৪ । নিম্নের শব্দসমূহের দাগ দেয়া অংশের তাজভিদের কায়দা বর্ণনা কর :

لَا اَعْبُدُ۔ اولٓئك۔ رب العالمين۔ من يفعل۔ انعمت۔ عذاب اليم۔ ينفقون۔

سميع بصير۔ امْ مّنْ خلق۔ ترميهم بحجارة۔ انّ ـ مرصاد۔ فرعون۔

رسول الله۔ بسم الله۔ الرحمن۔ خير۔ يرجعون۔

৬ । বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল কর :

বাম	ডান
তাজভিদ অর্থ	৩টি
মাখরাজ	ফরজ
ر বর্ণে যবর হলে	মোট ১৭টি
তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া	সুন্দর করা
মাদ্দের হরফ	৪টি
ن/م এ তাশদিদ হলে	৩টি
নুন সাকিনের আহকাম	পোর হবে
মিম সাকিনের বিধান	ওয়াজিব গুন্নাহ

৬ । রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

ক. ইলমে তাজভিদ কাকে বলে ? এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

খ. মাখরাজ কাকে বলে ? ১নং থেকে ৫নং মাখরাজ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

গ. মাদ্দ কাকে বলে ? মাদ্দে আসলি উদাহরণসহ আলোচনা কর।

ঘ. মাদ্দে মুত্তাসিল, মুনফাসিল ও মাদ্দে আরেজি উদাহরণসহ আলোচনা কর।

ঙ. নুন সাকিন ও তানভিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।

চ. মিম সাকিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।

ছ. “রা” হরফকে পোর পড়ার স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

জ. “রা” হরফকে বারিক পড়ার স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

ঝ. আল্লাহ (الله) শব্দের লামকে পোর ও বারিক পড়ার নিয়মগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

নমুনা প্রশ্ন
বার্ষিক পরীক্ষা
ইবতেদায়ি ৪র্থ শ্রেণি
বিষয় : কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

পূর্ণমান : ১০০ | সময় : ২ ঘন্টা

লিখিত : ৬০

১। এককথায় / একবাক্যে উত্তর দাও: ১০× ১ = ১০

ক. কুরআন মাজিদ কী ?
খ. কুরআন মাজিদ কোন ফেরেশতার মাধ্যমে নাজিল হয় ?
গ. মাক্কি সুরার সংখ্যা কত ?
ঘ. কুরআন মাজিদের সুরার সংখ্যা কত ?
ঙ. জামেউল কুরআন কাকে বলা হয় ?
চ) প্রয়োজন মতো কুরআন মুখস্থ করার হুকুম কী?
ছ) সুরাতুল আসরের আয়াত সংখ্যা কত ?
জ) সুরাতুল কারিয়ায় কতটি আয়াত রয়েছে ?
ঝ. তাজভিদ অর্থ কী ?
ঞ. ইকলাবের হরফটি কী ?

২। হরকতসহ মুখস্থ লেখ (যে কোনো ১টি) : ১× ১০ = ১০

ক) সুরাতুয যিলযালের প্রথম পাঁচ আয়াত
খ) সুরাতুল কারিয়ার শেষ চার আয়াত

৩। হরকত ছাড়া মুখস্থ লেখ (যে কোনো ১টি) : ১× ১০ = ১০

ক) সুরাতুল আসর
খ) সুরাতুল হুমাযার প্রথম চার আয়াত

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর : ৫× ২ = ১০

ক) وَاَخْرَجَتِ ....أَثْقَالَهَا
খ) فَهُوَ فِيْ ....رَّاضِيَةٍ
গ) ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ..........النَّعِيْمِ
ঘ) اِنَّ الْاِنْسَانَ ....لَكَنُوْدٌ
ঙ) اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ.......
চ) اَلَّتِيْ تَطَّلِعُ..........الْاَفْئِدَةِ

৫। যে কানো দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২× = ১০

ক. ইলমে তাজভিদের পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।
খ. মিম সাকিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।
গ. মাদ্দে মুত্তাসিল ও মুনফাসিলের সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।

৬। নিচের শব্দসমূহের দাগ দেয়া অংশের তাজভিদের কায়দা বর্ণনা কর (যে কোনো ৫টি) : ৫×২ = ১০

فرعون۔ يرجعون۔ عذاب اليم۔ ينفقون۔ سميع بصير۔ امْ مّنْ خلق

মৌখিক : ৪০

১। দেখে দেখে পড় : ১০

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ [لا] ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا [لا] ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا [لا] ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ
تَرْتِيْلًا [ط] ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا [ط] ﴿٦﴾

২। সুরাতুল কারিয়াহ মুখস্থ বল। ১০

৩। ج , س , ض এর মাখরাজ বল। ১০

৪। এককথায় উত্তর দাও : ৫×২ = ১০

ক. কুরআন মাজিদের প্রথম সুরার নাম কী ?
খ. কাতেবে অহির সংখ্যা কত জন ?
গ. জ্ঞানকে কিসের সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে ?
ঘ. সুরাতুত তাকাসুর কোথায় নাজিল হয়েছে ?
ঙ. "রা" হরফকে কত অবস্থায় বারিক পড়তে হয় ?

শিক্ষক নির্দেশিকা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে মানবজীবনের সকল বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ মহাগ্রন্থে যেমনিভাবে মানবজীবনের আত্মিক বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তেমনিভাবে মানুষের পার্থিব কর্মকাণ্ডের স্পষ্ট বিধানাবলির বিবরণও দেয়া হয়েছে। কুরআন মাজিদের এসব বিষয়াবলি জানার জন্য কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যক। এ উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআন মাজিদকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে কিন্তু মানবজীবন গতিশীল এবং তার কর্মকাণ্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল হওয়ায়, শিক্ষাদান ব্যবস্থায়ও বিশ্বব্যাপী আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সেজন্য বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে কুরআন মাজিদ শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবনঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসূ এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিকমনস্ক, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক ও সৎ ও যোগ্য সুনাগরিক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই পাঠ্য পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে কারিকুলামের নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন মাজিদের উপর একটি ভূমিকা, মুখস্ত করণের জন্য কয়েকটি সুরা, নাজেরা পড়ার জন্য কয়েকটি সুরা দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়/পাঠশেষে অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটির শেষ ভাগে তাজভিদ অংশ সংযোজন করা হয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত্ত করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও সম্মানিত শিক্ষকের জন্য নিচে কিছু পরামর্শ প্রদান করা হলো:

১। কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম বিধায় তা সর্বদা স্পর্শ ও তেলাওয়াত অজুর সাথে হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

২। পুস্তকটির পাঠ আরম্ভ করার সময় ১/২টি ক্লাসে কুরআনের মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব উপস্থাপন করা প্রয়োজন। যাতে শিক্ষার্থীদের মনে গ্রন্থটি অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৩। পুস্তকটির প্রতি অধ্যায় বা পাঠে উল্লেখিত শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসারে পাঠদান করা প্রয়োজন।

৪। প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা।

৫। শিক্ষার্থীদেরকে সূরাগুলো শিক্ষাদানের সময় তাজভিদের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। তাজভিদের নিয়মগুলো বোর্ডে লিখে শেখাতে হবে।

৬। বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা ছাড়াও পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭। প্রকৃতপক্ষে একজন কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশলের কোন বিকল্প নেই। কাজেই একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকই তার শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জনে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন।

সমাপ্ত

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৪র্থ-কুরআন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্ষমা করা উত্তম কাজ

-আল কুরআন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য